প্রান্তর

তারিখ 28 JAN 2009
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

# ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থী

বাংলাদেশের ন্যায় রাষ্ট্রে শিক্ষার্থী ঝরিয়া পড়িবার খবর নূতন নহে; কিন্তু কেবল মাধ্যমিক পর্যায়ে যেই চিত্র পাওয়া গিয়াছে, উহা উদ্বেগজনক। দেশের আটটি শিক্ষা বোর্ডের অধীনে ২০০৭-০৮ শিক্ষাবর্ষে সাড়ে ১২ লক্ষাধিক শিক্ষার্থী নিবন্ধিত হইলেও এসএসসি পরীক্ষার ফরম পূরণ করিয়াছে প্রায় সাড়ে সাত লক্ষ। নিয়মিত শিক্ষার্থীদের ৪২ শতাংশের এইরূপ পরিণতি মানিয়া লওয়া যায় না। জীবনের প্রথম পাবলিক পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইবার পূর্বেই পরিবার ও জীবিকার প্রয়োজনে কিছু শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয় ত্যাগ করিতে হয় সন্দেহ নাই। কিন্তু তাহারা যাহাতে শিক্ষাবঞ্চিত না হয়, সেই দায়িত্ব রাষ্ট্র ও সমাজকে লইতে হইবে। মফস্বলে মাধ্যমিক পর্যায়ে ঝরিয়া পড়িবার প্রবণতা অধিক দেখা যায়। সেইখানে খণ্ডকালীন কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করা গেলে ঐ হার কমিয়া আসিবে। সাম্প্রতিককালে দারিদ্র্যপীড়িত অঞ্চলগুলিতে অনেক কিশোরের রিকশা চালাইয়া হইলেও এসএসসি পরীক্ষায় অংশগ্রহণের খবর সংবাদ মাধ্যমে আসিয়াছে। উহার চাইতে কম ক্লেশের ও বেশি আয়ের খণ্ডকালীন কাজে কর্মী শিক্ষার্থীর অভাব হইবে না। গত এক দশকে উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দূরশিক্ষণ কার্যক্রম যথেষ্ট বিস্তৃতি লাভ করিয়াছে। ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থীদের আকর্ষণ করিতে সেইগুলি কতটা সক্ষম, খতাইয়া দেখিবারও সময় আসিয়াছে। মাধ্যমিক পর্যায়ের নিবন্ধিত শিক্ষার্থীর এসএসসি পরীক্ষায় অবতীর্ণ না হইবার আরও যেই সকল কারণ শিক্ষা বোর্ডগুলি চিহ্নিত করিয়াছে, উহার মধ্যে রহিয়াছে নবম শ্রেণী ও নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্যতা। উহার দায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলি এড়াইতে পারে না। প্রাথমিক ও মাধ্যমিক পর্যায়ের আটটি শ্রেণী পার হইয়া আসিবার পর কোন শিক্ষার্থী পরীক্ষায় একেবারে অকৃতকার্য হইবে, এমনটি মানিয়া লওয়া কঠিন। যথাযথ ক্লাস ও পরীক্ষা ছাড়াই শিক্ষার্থীদের বৎসর বৎসর উত্তীর্ণ করিয়া দিবার যেই প্রবণতা কোন কোন বিদ্যালয়ে দেখা যায়, এসএসসির এইরূপ বিপর্যয় উহারই কুফল। নির্বাচনী পরীক্ষায় অকৃতকার্য পরীক্ষার্থীদের এসএসসিতে অংশগ্রহণের সুযোগ দিবার অভিযোগ রহিয়াছে মফস্বলের অধিকাংশ বিদ্যালয়ের বিরুদ্ধে। নিম্ন পর্যায়ের শ্রেণীগুলিতে উপযুক্ত পড়াশুনা ও পরীক্ষার মান নিশ্চিত করা গেলে এসএসসিতে অকৃতকার্য হইবার হারও অনেকাংশে কমিয়া আসিবে। উপবৃত্তির অর্থ নয়ছয় করিবার মানসে একশ্রেণীর শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে অযোগ্য কিছু শিক্ষার্থীকে বৎসর বৎসর ধরিয়া রাখা হয় বলিয়া যেই অভিযোগ উঠিয়াছে, উহা গুরুতর। এইরূপ অনিয়ম চিহ্নিত ও প্রতিরোধে অবিলম্বে ব্যবস্থা লওয়া হইবে বলিয়া প্রত্যাশা। প্রাথমিক পর্যায়ের উপবৃত্তি লইয়া বিস্তর অভিযোগ রহিয়াছে। উহা স্বচ্ছ করা গেলে উহার ইতিবাচক প্রভাব মাধ্যমিক পর্যায়েও পড়িবে। অধিক শিক্ষার্থী দেখাইবার জন্য ভুয়া নিবন্ধনের অভিযোগও জরুরি ভিত্তিতে খতাইয়া দেখিতে হইবে। একজন শিক্ষার্থীকে মাধ্যমিক পর্যায় পর্যন্ত আনিতে রাষ্ট্রের উল্লেখযোগ্য অর্থ ব্যয় হইয়া থাকে। মুষ্টিমেয় ব্যক্তিদের অসাধুতা ও ঔদাসীন্যে উহা বিফলে যাইতে দেওয়া যায় না। সময়মতো পাঠ্যবই না পাইবার কারণেও অনেক সময় পড়াশুনা বিঘ্নিত হইয়া থাকে। ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ তাহাদের নির্বাচনী ইশতেহারে মাধ্যমিক পর্যন্ত বিনামূল্যে বই বিতরণের প্রতিশ্রুতি দিয়াছে। উহা বাস্তবায়িত হইলে উপকরণের অভাবে ঝরিয়া পড়া শিক্ষার্থীর হার নিশ্চয়ই কমিবে। তবে সকল কিছুর পূর্বে মাধ্যমিক শিক্ষার্থীদের ঝরিয়া পড়িবার হার নিয়ন্ত্রণে সংশ্লিষ্টরা মনোযোগী হইবেন বলিয়াই প্রত্যাশা।